# গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

উনিশ শতকের দিকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের নানা শাখার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হল ভ্রমণ-সাহিত্য বা ট্রাভেলগ জাতীয় লেখা। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনের পরিধি বেড়ে যায় এবং বিজিত রাজ্যের নানা প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ প্রবর্তন হওয়ার ফলে যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে আপন দেশের নানা স্থানে এমনকি বাইরে পাড়ি দিতেও কোন অসুবিধা থাকে না। লেখকেরা তাঁদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধিকে, ভাবনাচিন্তাকে বৃহত্তর পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সাময়িক পত্রের আশ্রয় নেন। এমনকি ছোট-বড় ভ্রমণ বিষয়ক বইও প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ভ্রমণ সাহিত্য। সমরেশ বসু নামে লেখার সঙ্গে সঙ্গে কালকূট বছরে অন্তত একটা করে ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন। যেটা তাঁর ছদ্মনামে লেখা হতো। ১৯৫৪-তে প্রয়াগের কুম্ভমেলা থেকে ফিরে এসে সেই প্রথমবার ভ্রমণ কাহিনি লিখতে গিয়ে অন্য একধরণের উপলব্ধি আর মানসিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্বনামে যেখানে তিনি সমাজ বাস্তবতার বিশ্লেষক, তেমনি ছদ্মনামে তিনি যেন প্রকৃতির আলৌকিক টানে ভেসে যান এক অচিন সুদূরে। দিন যাপনের নিত্য টানাপোড়েনের বাইরে নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করেন আরেক সত্তাকে। যে মানুষটার মন উদাস হয় কোন অলক্ষ্য ভাব জগতের ডাকে। মনোজগতের সেই উপলব্ধিকেই আমরা খুঁজে পাই কালকূট রচনার ছত্রে ছত্রে।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে কালকূটের রচনাগুলি এনেছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। তাঁর অবিরাম পথ চলায় যেমন সচেতন ভৌগোলিক বর্ণনা নেই তেমনই তা শুধুমাত্র ইতিহাসের তথ্য সমৃদ্ধও নয়। তিনি এঁকেছেন মানুষের ছবি। তাঁর ছদ্মনামে লেখা উপন্যাসগুলির ভাষা, বর্ণনা, চরিত্র সবই স্বনামে লেখা রচনাগুলি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এই লেখাগুলির মধ্যে ঘুরে ঘুরে আসে তাঁর শৈশব, কৈশোর, নিবিড় নির্জন প্রকৃতি। কখনও বা পার্বত্য শহর কিংবা অরণ্য, কখনও আটপৌরে গ্রামগঞ্জ কিংবা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের বেলাভূমি। ক্রমশ এইসব লেখারও ধরণ ও গতিপ্রকৃতি বদলে গিয়েছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর নিজের ঘুরে ঘুরে দেখা বাস্তব ভ্রমণ কাহিনি একটু করে বাঁক নিচ্ছিল কল্পনার ভ্রমণে। কখনও তা ইতিহাসে, পুরাণে বা

অতীন্দ্রিয় জগতে। তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা মন ও কৌতূহলের প্রতি একটু একটু করে পাঠকেরও যেন আগ্রহ তৈরি হয়। ভ্রমণ পিয়াসী কালকূটের বিশাল মনে যখনই বাইরের ডাক হাতছানি দিয়েছে তখনই তিনি তাঁর চেনা পরিসর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। আশৈশব এই বেরিয়ে পড়ার মধ্যে তাঁর কিসের খোঁজ চলে, কিসের এই ব্যাকুলতা। বিচিত্র মানুষের মধ্যে তিনি বারংবার নিজেকেই যেন চিনতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায় এই বৈচিত্র্যের সন্ধান হল আমাদের মনেরই সন্ধান। আসলে মানুষ খোঁজার ছলে আমরা নিজের মনকেই তো খুঁজে ফিরি। কালকূটের এই আত্মানুসন্ধানকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরাই আমার মূল অভিপ্রায়। আমরা এই গবেষণা প্রকল্পের অভিপ্রায় তুলে ধরতে কালকূটের রচনাকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করতে পারি—

**১. প্রথম অধ্যায়ে**—কালকূট ও সমরেশ এই দুই ভিন্ন লেখক সত্তার তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। মূলত তাঁর দুটি সত্তার মধ্যে কখনও তিনি সংগ্রামী, সমাজের তীব্র বিশ্লেষক সমরেশ, কখনও বা কালজয়ী কালকূট। কখনও তিনি রাজনৈতিক উত্তালতায় ভেসে যান, কখনও বা তিনি অচিন পাখির গান শুনে জীবনপুরের পথিক। এই দুই ভিন্ন সত্তা হল একে অপরের পরিপূরক তাই কালকূট পর্যালোচনায় সমরেশের ছায়া পড়বেই। অতএব কালকূটকে বোঝার জন্য সমরেশকে বোঝা দরকার। কীভাবে তাঁর বাস্তব জীবনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখার বিষয়-চিন্তা-ভাবনা পাল্টে যাচ্ছে তা আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

**২. দ্বিতীয় অধ্যায়ে**—কালকূটের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'আত্মানুসন্ধান'-এর দিকটিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। কালকূট বলতে আমরা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সাহিত্যিককে পাই। তাঁর ভ্রমণ পিয়াসী মনে সেই সুদূরের হাতছানি দেখি শৈশবকাল থেকেই। সেই দু'চোখ জোড়া রূপের তৃষ্ণায় তিনি বার বার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি এই অরূপের নাম দিয়েছেন 'মনের মানুষ'। এই বিচিত্র মানুষের মাঝেই নিরন্তর চলতে থাকে তাঁর আত্ম-উন্মোচনের পালা। পথের এই বিচিত্র রূপ দেখে কালকূটের যেন আশ মেটে না। তাই অতৃপ্ত ব্যাকুল মন নিয়ে সেই অধরার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। মানুষকে দেখা-চেনা-জানার দুরন্ত আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আবিষ্কার করা। আর যেন বারবার নিজেকে অতিক্রম করার নীরব তীব্র আকুতি থেকে যায়। তীর্থ ও মেলা পরিক্রমার মধ্য দিয়ে কালকূটের স্বদেশের

চিত্তকে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা লক্ষ করি। বাংলা, বর্ধমান, নদীয়া, বিহার প্রভৃতি স্থানকে বিষয় হিসেবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেন তাঁর দেশ-কালকে চিনতে চান। এগারোটি মেলা এবং আটটি তীর্থের পটচ্ছবিতে তাঁর অন্বেষণ আমরা দেখতে পাই। যার মধ্যে ভারতের ভাষা-শিল্প-সংস্কৃতি জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের চিত্রকে কীভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। প্রেক্ষাপট অরণ্যে কালকূটের প্রকৃতি প্রেম ও প্রকৃতি রাজ্যে মানুষ অন্য রূপে উদ্ভাসিত। মানুষ এখানে প্রকৃতিরই এক অচ্ছেদ্য অংশ রূপে দেখা দিয়েছে। লেখকের অরণ্য অভিজ্ঞতা আমাদের মুগ্ধ করে। সেখানে শহরের কৃত্রিম সভ্যতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমস্ত চরিত্রকেই পটভূমির গুণে ভিন্ন রূপে আমরা দেখতে পাই। এবং এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনে লেখক কীভাবে আত্মমোচনে প্রয়াসী হচ্ছেন তা আলোচনার চেষ্টা করেছি। দেখানোর চেষ্টা করেছি কালকূটের পৌরাণিক কাহিনির ভিতর কীভাবে মানস ভ্রমণ ঘটছে। কালকূট হলেন রস-বৈচিত্র্যের সন্ধানী। তাই তাঁর লেখায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বা পটভূমি থেকে অন্য পটভূমিতে অনায়াস গমন লক্ষ করি। তিনি মনে মনে পদব্রজে হেঁটে পৌঁছে যান প্রাচীন পৌরাণিক ভারতবর্ষের নদী-পাহাড়-অরণ্যে। শাম্ব-পৃথা-প্রাচেতস কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি কীভাবে তাঁদের সংগ্রামী মনোভাব দ্বারা আত্ম-আবিষ্কারের পথে চলেছে সেই দিকটি আলোকপাত করার চেষ্টা করি। লেখকের স্মৃতি থেকে লেখা শৈশবের নানা অভিজ্ঞতাও এখানে বলেছি। আসলে তাঁর মধ্যে যে বাউণ্ডুলে স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি তার সূত্রপাত সেই ছেলেবেলাতেই দেখা যায়। যা একটু একটু করে মহীরুহে পরিণত হয়। ছোটবেলার সেই দু'চোখ ভরা রূপের তৃষ্ণাই তাঁকে অরূপের দরজায় নিরন্তর হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় হাট করে খোলা বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে। দেখাতে চেষ্টা করি নগর জীবনে কালকূট কীভাবে হতাশ-অসহায় বয়ে যাওয়া মানুষের রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সম্পূর্ণ আলাদা রূপে আমরা জনপদের জীবনকে এখানে খুঁজে পাই। মানব চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলিকে কীভাবে কালকূট তাঁর এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন সেই দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

**৩. তৃতীয় অধ্যায়ে**—এর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে রচিত অন্যান্য রচনার সঙ্গে কালকূটের রচনার যে নানা পার্থক্য রয়েছে সেই দিকটিকে আলোকপাত করেছি। কালকূটের ভ্রমণ কাহিনি শুধুমাত্র ভ্রমণ পথের মানচিত্র রচনা করে না। বরং মানুষের জীবন তাঁর কাছে

গভীর তাৎপর্যে ধরা দেয়। গ্রাম-জনপদ-প্রকৃতি পাহাড় নদীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মরমী দৃষ্টিতে পরম মমতায় তুলে আনেন নানা ধরণের চরিত্রকে। তাই তাঁর এ জাতীয় রচনার মূল কথা 'মানুষ'।

**৪. চতুর্থ অধ্যায়ে**—বাংলা সাহিত্যে কালকূট রচনাগুলির ভিন্নধর্মী লিখনশৈলী, বিষয়বস্তুগত পার্থক্য, তাঁর বাক্‌ভঙ্গি এবং সর্বোপরি চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে বলার চেষ্টা করেছি।

**৫. পঞ্চম অধ্যায়টিতে** উপসংহারে কালকূটের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁর জীবনসত্যের অনুসন্ধান এই বিষয়টির কথা বলা হয়েছে।

সবশেষে 'পরিশিষ্ট'-এ কালকূট ও সমরেশ নামে তাঁর রচিত লেখাগুলির একটি সমগ্র তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।